ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা
বাংলাদেশ অফিস

جمعية إحياء التراث الإسلامي
مكتب بنغلاديش

অসীলাহ্‌র মর্ম ও বিধান

(আক্বীদাহ নির্দেশিকা পুস্তক থেকে নির্বাচিত

মূল ঃ ডক্টর ছালিহ্ বিন সা'দ আস্‌সুহাইমী
সহযোগী অধ্যাপক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা

অনুবাদ ঃ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
সম্পাদনা ঃ আবূ রাশাদ আজমাল বিন আব্দুন নূর

অর্থায়ন ও প্রকাশনায় ঃ
ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা
বাংলাদেশ অফিস
বাড়ী নং-২১, রোড, নং ২৯, সেক্টর-৭ উত্তরা, ঢাকা
ফোন ঃ ৮৯১৬৯৭৮, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৯১৫৯৬৭

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য
বিক্রয় নিষিদ্ধ

جمعية إحياء التراث الإسلامي
مكتب بنغلاديش

ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা
বাংলাদেশ অফিস

অসীলাহ্‌র মর্ম ও বিধান

(আকীদাহ্ নির্দেশিকা পুস্তক থেকে নির্বাচিত)

মূল ঃ

ডক্টর ছালিহ বিন সা'দ আস্‌সুহাইমী

সহযোগী অধ্যাপক, মদীনা ইসলামী, মদীনা

অনুবাদ ঃ **আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম**

সম্পাদনা ঃ **আবূ রাশাদ আজমাল হুসাইন**

অর্থায়ন ও প্রকাশনায় ঃ

ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, বাংলাদেশ অফিস

বাড়ী নং ২১, রোড নং ২৯, সেক্টর-৭, উত্তরা ঢাকা

পোস্ট বক্স নং-১১০৩, টেলিফোন ঃ ৮৯১৬৯৭৮,

ফ্যাক্স ঃ ০৮৮-২-৮৯১৫৯৬৭

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য বিক্রয় নিষিদ্ধ

www.QuranerAlo.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আত্তাওয়াস্সুল (التوسل) এর আভিধানিক অর্থ নৈকট্য লাভ করা। অসীলাহ হচ্ছে যার মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। অর্থাৎ অসীলাহ হচ্ছে সেই উপায় ও মাধ্যম যা লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দেয়।

ইবনুল আছীর (রহঃ) প্রণীত নিহায়াত্ গ্রন্থে এসেছে আলঅসিল الواسل অর্থ আর্‌রাগিব অর্থাৎ আগ্রহী। আর অসীলাহ্ অর্থ নৈকট্য ও মাধ্যম বা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট বস্তু পর্যন্ত পৌঁছা বা নিকটবর্তী হওয়া যায়। অসীলাহর বহু বচন হচ্ছে অসায়েল।

(আন্‌নিয়াহায়াত ৫খন্ড ১৮৫ পৃষ্ঠা)

কামূস অভিধানে এসেছে

وسل إلى الله تعالى توسيلاً

অর্থাৎ এমন আমল করা যার মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা যায়। ইহা তাওয়াস্সুলের অনুরূপ অর্থ।

(ক্বামূসুল মুহীত্ব ৪র্থ খণ্ড ৬১২পৃঃ)

www.QuranerAlo.com

কুরআনে অসীলাহর অর্থ

ইতিপূর্বে অসীলাহর যে আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করেছি। সালাফগণ (পূর্বসূরী বিদ্বান তথা সাহাবা ও তাবেঈগণ) কুরআনে উল্লেখিত অসীলাহ শব্দের অর্থ তাই করেছেন। যা সৎ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা অর্থের বহির্ভুত নয়। কুরআন কারীমে দু'টি সূরাহর দু'টি আয়াতে অসীলাহ শব্দটির উল্লেখ এসেছে। সূরাহ দু'টি হচ্ছে মায়িদাহ্ ও ইসরা।

আয়াত দু'টি নিম্নরূপ ঃ

«يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون» (المائدة : ٢٥)

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নিকট অসীলাহ সন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর। অবশ্যই মুক্তিপ্রাপ্ত হবে।

(সূরাহ মায়িদাহ ঃ ৩৫)

«أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة

www.QuranerAlo.com

أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا» (سورة الإسراء : ٥٧)

অর্থ ঃ "তারা (কতিপয় জনসমষ্টি) যাদেরকে আহ্বান করে তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট অসীলাহ্ সন্ধান করে। তাদেরকে অধিক নিকটবর্তী ; আর তারা তার (আল্লাহর) রহমতের আশা করে ও তার আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের আযাব ভীতিযোগ্য।" (সূরা ইসরা ঃ ৫৭)

প্রথম আয়াতের ব্যখ্যায় ইমামুল মুফাস্সিরীন হাফিয ইবনু জারীর (রহঃ) বলেছেন ঃ

«اتقوا الله» - «أجيبوا الله فيما أمركم - ونهاكم بالطاعة له في ذلك -»

অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আরোপিত যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ মান্য করতঃ আনুগত্যের সাথে আল্লাহর ডাকে সাড়া দাও।

«وابتغوا إليه الوسيلة» «واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه»

অর্থাৎ আল্লাহর নিকট নৈকট্য তালাশ কর তাকে সন্তুষ্টকারী আমলের মাধ্যমে। হাফিয ইবনু কাছীর ইব্‌নু আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, অসীলাহ অর্থ নৈকট্য। অনুরূপ অর্থ সংকলিত হয়েছে মুজাহিদ, হাসান, আব্দুল্লাহ বিন কাছীর, সুদ্দী, ইবনু যায়েদ ও অপরাপরগণ থেকে। কাতাদাহ থেকেও এরূপ সংকলিত হয়েছে। আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে ও তাকে সন্তুষ্টকারী আমলের মাধ্যমে। অতঃপর ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন ঃ এ সকল নেতৃস্থানীয় আলিমগণ আয়াতের তাফসীরে যা বলেছেন এতে (নির্ভরযোগ্য) তাফসীরকারদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। আর তা হচ্ছে এই যে, অসীলাহ হচ্ছে ঐ বিষয় যার মাধ্যমে অভিষ্ঠ লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পৌঁছা যায়।

(তাফসীর ইবনু কাছীর ৫খণ্ড ৮৫ পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় আয়াত ঃ বিশিষ্ট ছাহাবী ইব্‌নু মাস্‌উদ (রাযিঃ) আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্য সম্পর্কে

www.QuranerAlo.com

যা বলেছেন তাতে তার অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেছেন–

«كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هولاء دينهم» (رواه البخاري)

অর্থ ঃ "কিছু সংখ্যক মানুষ কিছু সংখ্যক জ্বিনের পূজা করত, অতঃপর পুজ্য জ্বিন সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু তারা (ঐ মানব সম্প্রদায়) নিজেদের ধর্মে (জ্বিন পূজায়) বহাল থাকে।

(বুখারী শরীফ)

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন ঃ অর্থাৎ জ্বিনের পূজাকারী মানব সম্প্রদায় জ্বিন পূজায় বহাল থাকে, অথচ এ সকল জ্বিন তা পছন্দ করতো না, যেহেতু তারা ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর নিকট অসীলাহ কামনা করতে শুরু করেছে।

(ফাতহুল বারী ৮ম খণ্ড ৩৯৭পৃষ্ঠা)

উক্ত আয়াতের এটাই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা। যেমনটি ইমাম বুখারী ইব্‌নু মাসউদ থেকে

www.QuranerAlo.com

বর্ণনাপূর্বক তার ছহীহ্ বুখারী গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

অসীলাহ্ বলতে যে ঐ সকল বিষয় বস্তু উদ্দেশ্য যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়, এ ব্যাপারে আয়াতটি অত্যন্ত স্পষ্ট।

এজন্য আল্লাহ বলেন, «يبتغون» অর্থাৎ তারা সন্ধান করে এমন সৎ আমল যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।

দু'টি আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে সালাফদের (পূববর্তী মুফাস্‌সিরদের) থেকে যা সংকলন করেছি এরই নির্দেশ করে আরবী ভাষা (অভিধান) ও সঠিক বোধশক্তি।

পক্ষান্তরে যারা এ আয়াত দু'টি থেকে নবীগণ ও নেক্‌কারগণের অবয়ব সত্ত্বা আল্লাহর নিকট তাদের অধিকার ও সম্মানের অসীলাহ গ্রহণ করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করে থাকে তাদের ব্যাখ্যা বাত্বিল এবং বাক্যকে নিজেজর স্থান থেকে বিকৃত করণ, শব্দকে তার প্রকাশ্য নির্দেশনা থেকে পরিবর্তন করণ ও দলীলকে এমন অর্থে ব্যবহার করার শামিল যার সম্ভাবনা রাখে না।

www.QuranerAlo.com

তদুপরি এমন অর্থ কোন সালাফ তথা ছাহাবাহ্ তাবিঈ ও তাদের অনুসারীগণ বা গ্রহণযোগ্য কোন তাফসীরকারক বলেননি।

যখন প্রতিভাত হলো যে, অসীলাহ্ শব্দের অর্থঃ ঐ সকল সৎকর্ম যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। এবার এই সৎকর্মটির শরীয়ত সম্মত কিনা জ্ঞাত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কারণ আল্লাহ এ সকল আমল নির্বাচন করার দায়িত্ব আমাদের দিকে সোপর্দ করেননি, বা তাহা চিহ্নিত করার ভার আমাদের বিবেক ও রুচির উপর ছাড়া হয়নি। কেননা এমনটি হলে আমলে বৈপরিত্য ও বিভিন্নতা সৃষ্টি হতো। তাই আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমলের ক্ষেত্রে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে এবং তার নির্দেশনা ও শিক্ষার অনুসরণ করতে। কেননা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা কোন্ বিষয় তাকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যমগুলো জানা।

আর তা এভাবে সম্ভব; প্রতিটি মাস্আলায়

www.QuranerAlo.com

(বিষয়) আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছঃ) যা প্রবর্তন ও বর্ণনা করেছেন তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, কোন আমল সৎ হওয়ার জন্য তাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে খাঁটি হতে হবে এবং আল্লাহর দেয়া নিয়ম অনুযায়ী হতে হবে। এ কথার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, তাওয়াস্‌সুল দু'ভাগে বিভক্ত শারঈ (শরীয়ত সম্মত) ও বিদঈ (বিদ'আতী বা শরীয়ত বিরোধী)

(১) (التوسل الشرعي) শরীয়ত সম্মত অসীলাহঃ

কুরআন সুন্নাহ রোমন্থন করে শরীয়ত সম্মত অসীলাকে তিন ভাগে সীমাবদ্ধ পাওয়া গেছে।

(ক) আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অসীলাহ

(খ) সৎ আমলের অসীলাহ

(গ) সৎ ব্যক্তির দু'আর অসীলাহ।

প্রিয় পাঠক এক্ষণি আপনার সমীপে প্রকারগুলো দলীল সহ বিশদ বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

প্রথমতঃ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অসীলাহ ধারণ সম্পর্কে ঃ

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর অসীলাহ গ্রহণ করার নিয়ম, যেমন মুসলিম ব্যক্তি তার দু'আয় বলবে ঃ

اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم أن تعافيني» أو يقول «اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفرلي»

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ তুমি প্রজ্ঞাময় পরাক্রমশালী করুণাময়, কৃপানিধান, আল্লাহ তাই তারই অসীলায় তোমার নিকট সুস্থতা চাই অথবা বলবে হে আল্লাহ সমগ্র বস্তুকে পরিব্যপ্তকারী তোমার রহমতের অসীলায় তোমার নিকট আমার জন্য রহমত ও ক্ষমা ভিক্ষা করছি। অথবা অনুরূপ আল্লাহর সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীর মাধ্যম ধরে দু'আ করবে।"

কিতাব ও সুন্নাহ এ প্রকার অসীলাহর প্রতি নির্দেশ দান করেছে।

আল্লাহ বলেন ঃ

«ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه» (سورة الأعراف : ١٨٠)

অর্থ ঃ "আর আল্লাহর অনেক সুন্দরতম নাম রয়েছে। অতএব সেগুলোর অসীলায় তাকে আহ্বান কর এবং পরিত্যাগ কর ওদেরকে যারা তার নাম সমূহের ভিতর বিকৃতি সাধন করে।

(সূরাহ আ'রাফ ঃ ১৮০)

সুন্নাহ হতে দলীল ঃ নবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী ঃ

«اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي» (رواه البخاري ومسلم)

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ তোমার গায়েব জানা ও সৃষ্টির উপর নিরংকুশ ক্ষমতার অসীলায় আমাকে

www.QuranerAlo.com

জীবিত রাখ যে পর্যন্ত তুমি আমার জন্য জীবিত থাকা কল্যাণজনক বলে জান। আর আমাকে মৃত্যু দাও। যখন তুমি আমার জন্য মৃত্যুকে কল্যাণজনক বলে জান। (বুখারী ও মুসলিম)

নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তিখারাহর দু'আয় বলেছেন ঃ

«اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم» (رواه البخاري)

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ তোমার জ্ঞানের অসীলায় আমি তোমার নিকট কল্যাণ নির্বাচন করে চাই এবং তোমার কুদরত বা ক্ষমতার অসীলায় তোমার নিকট ক্ষমতা চাই এবং তোমার নিকট তোমার সুমহান অনুগ্রহ চাই। (বুখারী)

নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আরেকটি বাণী ঃ

«ياحي يا قيوم برحمتك استغيث» (رواه الترميذي وهو حديث صحيح)

www.QuranerAlo.com

অর্থ ঃ "হে চিরঞ্জীব, হে সর্বনিয়ন্তা, তোমার রহমতের অসীলায় সাহায্য ভিক্ষা করি। (হাদীছটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, হাদীছটি হাসান)

বিপদের দু'আয় নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» (رواه أحمد)

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ তোমার নিকট চাই তোমার ঐ নামের অসীলায় যার দ্বারা তুমি নিজেকে নাম করণ করেছ, অথবা তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার কোন বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছ, অথবা তোমার নিকট অদৃশ্যের জ্ঞানভাণ্ডারে সংরক্ষিত রেখেছ।" (মুসনাদ আহমাদ)

আরো এ ধরনের নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত অনেক দু'আ রয়েছে।

www.QuranerAlo.com

দ্বিতীয়ত ঃ আল্লাহর নিকট সৎ আমলের দ্বারা অসীলাহ গ্রহণ করা ঃ

ঐ সৎ আমল যার ভিতর কবুল হওয়ার নির্ধারিত শর্ত পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান।* আর তা এরূপ যেমন দু'আকারী বলবে–

«اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي رسولك اغفرلي»

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! তোমার প্রতি আমার ঈমান, তোমার জন্য আমার ভালবাসা এবং তোমার রাসূলের অনুসরণ ও অনুকরণের অসীলায় আমাকে ক্ষমা করো।

---

* ইবাদত কবূল হওয়ার প্রধাণতঃ দুটি শর্ত ঃ

(১) সকল আমল ও ইবাদাত আল্লাহর উদ্দেশ্যে খালিছ হতে হবে। যাবতীয় ইবাদাত যথা, ছলাত, ছিয়াম, হাজ্জ, যাকাত দু'আ প্রার্থনা, মান্নত-মানসা, শপথ, সাহায্য, যাঞ্চা, পশু জবাই-কুরবানী ইত্যাদি একমাত্র ঐ আল্লাহর জন্য খালিছ হতে হবে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যে বা অন্য কোন স্বার্থে সম্পাদন করা চলবে না, অন্যথায় ঐ আমল ও ইবাদাত শির্কের মত পাপে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

www.QuranerAlo.com

আরো এরূপ শরীয়ত সম্মত দু'আহর অসীলাহ গ্রহণ করা যায়। এ সকল অসীলাহ নির্দেশনায় কুরআন থেকে আল্লাহ তা'আলার কিছু বাণী উদ্ধৃত হলো ঃ

«ربنا إننا آمنا فاغفرلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار»

(سورة آل عمران : ١٦)

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক নিশ্চিতরূপে আমরা ঈমান এনেছি অতএব আমাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা কর এবং নরকের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।"

(সূরাহ্ আলু ইমরান ঃ ১৬)

---

(২) ইখলাছের সাথে সাথে দ্বিতীয় শর্ত নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণ থাকতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমতঃ লক্ষ্য করতে হবে, আমল ও ইবাদাত নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লম করেছেন বা করতে বলেছেন কিনা। দ্বিতীয়তঃ যদি করে থাকেন বা করতে বলে থাকেন তবে জানতে হবে কিভাবে করেছেন বা করতে বলেছেন। এই শর্তটি যেই আমল ও ইবাদাতে বিলুপ্ত থাকবে সেই আমল ও ইবাদাত জঘন্যতম বিদ'আতে রূপান্তরিত হবে। হাসানাহ্ নয়। (অনুবাদক)

www.QuranerAlo.com

আরো আল্লাহর বাণী ঃ

«ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» (آل عمران : ٥٣)

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক তুমি যা অবতীর্ণ করেছ আমরা তার উপর ঈমান এনেছি এবং তোমার রাসূলের অনুসরণ করেছি অতএব আমাদেরকে সাক্ষ্যপ্রদানকারীদের (মুহাম্মদী উম্মাতের সৎকর্মশীল বান্দাদের) দলে লিপিবদ্ধ কর।"

(আলু ইমরান ঃ ৫৩)

আরো আল্লাহর বাণী ঃ

«ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار» (آل عمران : ١٩٣)

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক আমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান আনো বলে ঘোষণা প্রদানকারীর ঘোষণা শ্রবণ করেছি অতঃপর

www.QuranerAlo.com

আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের পাপরাশি মোচন কর এবং সৎ ব্যক্তিদের সাথে মৃত্যু দান কর।

(আলু ইমরান ঃ ১৯৩)

সুন্নাহ থেকে বুরাইদা (রাযিঃ)-এর হাদীছ প্রনিধানযোগ্য,

قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول : «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» فقال : قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب» (رواه الترمذي وابن ماجة)

অর্থ ঃ বুরাইদাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট এই অসীলাই চাচ্ছি যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি তুমি সেই আল্লাহ যিনি

www.QuranerAlo.com

ব্যতীত আর কেউ প্রকৃত উপাস্য নেই। তুমি একক, মুখাপেক্ষীহীন, যিনি কাউকে জন্ম দেননি, এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। এতদশ্রবণে নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তার এমন সুমহান নামের অসীলায় আবেদন করেছে যে, তার মাধ্যমে আবেদন করা হলে, প্রদান করেন এবং প্রার্থনা করা হলে, কবূল করেন (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ)

আরো এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে তিন ব্যক্তির ঘটনা সম্বলিত আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাযিঃ) এর হাদীছ। তারা এক গর্তে প্রবেশ করে আশ্রয় নিলে একটি পাথর উপর থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় তারা একে অপরকে বলল, তোমরা তোমাদের সৎ আমলসমূহের অসীলায় আল্লাহর নিকট দু'আ কর। অতঃপর তাদের একজন পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের দ্বারা অসীলাহ্ গ্রহণ করল। দ্বিতীয় ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে অবাধ্যতার কাজ থেকে বিরত হওয়ার অসীলাহ

গ্রহণ করল। তাঁর চাচাতো বোনকে আয়ত্তে পাওয়ার পর যখন সে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয় তখন সে আল্লাহর ভয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। তৃতীয় ব্যক্তি তার আমানত দারিতা ও সততার অসীলাহ গ্রহণ করল। আর তা এভাবে, এক শ্রমিক তার পারিশ্রমিক ছেড়ে চলে গেলে সে তার পারিশ্রমিক সম্পদকে বিপুল সম্পদে পরিণত করে। পরবর্তীকালে সে এসে তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে যায় কিছুই ছেড়ে যায়নি। (বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন)

এখানে ঘটনার সারাংশ উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘটনাটি মুসলিম ব্যক্তির খুলুসিয়াত পূর্ণ আমলের অসীলাহ গ্রহণ শরীয়ত সম্মত হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর নিকট সৎ ব্যক্তির দু'আর অসীলাহ গ্রহণ ঃ

যেমন মুসলিম ব্যক্তি চরম সংকটে পড়লে বা তার উপর কোন বিপদ আপতিত হলে এবং নিজেকে

www.QuranerAlo.com

আল্লাহর হক আদায়ে ত্রুটি সম্পন্ন মনে করলে সে আল্লাহর নিকট মজবুত উপায় গ্রহণ করতে ভালবাসে। এজন্য এমন এক ব্যক্তির নিকট যেয়ে থাকে যাকে পরহেযগারী, পরিশুদ্ধি, মর্যাদা ও কুরআন-হাদীছের বিদ্যায় অধিক উপযুক্ত মনে করে। তার নিকট বিপদমুক্তির ও দুশ্চিন্তা দূরীকরণের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করার আবেদন করে।

এ ব্যাপারে সুন্নাহ ও ছাহাবাগণের আচরণ নির্দেশ করে।

সুন্নাহ থেকে দলীল ঃ আনাস (রাযিঃ) এর বর্ণিত হাদীছ "এক পল্লীবাসী নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মিম্বরে খুৎবাহ দানকালে মসজিদে প্রবেশ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল আমাদের সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল, রাস্তা ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অতএব আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'খানা হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন, এ পরিমাণ হাত

www.QuranerAlo.com

উঠিয়েছিলেন যে, আমি তার বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখেছিলাম। (দু'আটি এই)

اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমাদের বৃষ্টি দান কর, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর, হে আল্লাহ ! আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। লোকেরাও তাদের হাত উঠিয়ে দু'আ করলো।

আনাস (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, (দু'আর পূর্বে) আমরা আসমানে ব্যাপক অংশ জুড়ে মেঘের একটিও খণ্ড দেখি নাই, আমাদের মাঝে ও সিলা'র মাঝে কোন ঘরবাড়ীও ছিলনা। দু'আর পর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছন দিক থেকে মেঘ প্রকাশিত হলো ঢালের ন্যায়। আসমানের মাঝা-মাঝি স্থানে এসে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো এবং বর্ষিত হলো। সেই যাতের কসম যার হাতে আমার জীবন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত রাখেননি যে পর্যন্ত মেঘমালা পাহাড় সম আকারে বিস্তৃতি লাভ না

www.QuranerAlo.com

করেছিল। অতঃপর মিম্বর থেকে অবতরণ করার পূর্বেই তার দাড়ির উপর দিয়ে বৃষ্টি গড়িয়ে পড়তে দেখেছি। অতঃপর তিনি ছলাত আদায় করলেন এবং আমরা ছলাতান্তে বের হলাম পানিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ীতে পৌঁছলাম। দ্বিতীয় জুমু'আহ্ পর্যন্ত এ বৃষ্টি অব্যাহত থাকে। অতঃপর ঐ পল্লীবাসী লোকটি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃদু হাসলেন এবং তার হাত দু'খানা উত্তোলন পূর্বক বললেন,

«اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» (متفق عليه)

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপর নয়। হে আল্লাহ টিলার উপর, ছোট ছোট পাহাড়ের উপর, মাঠের ভিতর ও গাছপালা উৎপাদনস্থলগুলোতে। (বুখারী ও মুসলিম)

www.QuranerAlo.com

মেঘ সরে গেল এবং মদীনার পার্শ্বস্ত ভূমিগুলিতে বর্ষিতে লাগল, মদীনায় আর একটুও বৃষ্টি বর্ষিত হলো না।

ছাহাবাগণের আমল হতে প্রমাণ

এ মর্মের হাদীছটিও আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিতঃ

লোকেরা যখন অনাবৃষ্টিতে ভুগতো তখন উমার (রাযিঃ) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এর মাধ্যমে বৃষ্টি চাইতেন। তিনি বলতেন ঃ

«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال : فيسقون» (رواه البخاري)

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসীলা ধারণ করলে তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে থাকতে, আর এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার অসীলাহ

www.QuranerAlo.com

ধারণ করছি। অতএব আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে তারা বৃষ্টি প্রাপ্ত হতো।

(বুখারী)

উমার (রাযিঃ) এর বাণী আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসীলাহ ধারণ করতাম এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার অসীলা ধারণ করছি' এর অর্থ ঃ আমরা আমাদের নবীর শরণাপন্ন হতাম এবং তার নিকট দু'আর আবেদন করতাম এবং তাঁর দু'আর অসীলায় আল্লাহর নৈকট্য কামনা করতাম। আর এখন যেহেতু তিনি উর্দ্ধতন বন্ধুর সান্যিধ্যে চলে গেছেন (মৃত্যুবরণ করেছেন) সেহেতু আমাদের জন্য তার পক্ষে দু'আ সম্ভব নয় তাই আমাদের নবীর চাচার সম্মুখীন হচ্ছি এবং তার নিকট আমাদের জন্য দু'আর আবেদন করছি। এসব কথার অর্থ এটা নয় যে, তাঁরা তাদের দু'আয় এরূপ বলতন, হে আল্লাহ তোমার নবীর সম্মানের অসীলায় আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর।

www.QuranerAlo.com

অতঃপর তার মৃত্যুর পর তারা বলতেন, হে আল্লাহ! আব্বাস (রাযিঃ)-এর মান মর্যাদার অসীলায় আমাদের বৃষ্টি দান কর। কারণ এ ধরনের দু'আ বিদআতী। কুরআন ও সুন্নাহতে এর কোন ভিত্তি নেই। এরূপ অসীলাহ্ পূর্বসূরী কোন বিদ্যান ধারণ করেননি।

অনুরূপভাবে মু'আবিয়া (রাযিঃ) তাঁর যুগে ইয়াযীদ বিন আস্অদ (রহঃ)-এর অসীলাহতে অর্থাৎ তাঁর দু'আর অসীলাহতে বৃষ্টি চেয়েছিলেন। তিনি (ইয়াযীদ) সম্মানিত তাবেঈগণের একজন ছিলেন।

যদি ব্যক্তিসত্তা, সম্মান ও মর্যাদার অসীলাহ ধারণ করা শরীয়ত সম্মত হতো তাহলে উমার ও মু'আবিয়াহ (রাযিঃ) আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অসীলাহতে পানি চাওয়া বাদ দিয়ে 'আব্বাস (রাযিঃ) ও ইয়াযীদ (রাযিঃ)-এর অসীলাহ ধারণ করার শরণাপন্ন হতেন না।

www.QuranerAlo.com

২- التوسل البدعى বিদআতী অসীলাহ

ইতিপূর্বে আমরা শরীয়ত সম্মত অসীলাহ, তার প্রকারভেদ, ও দলীল সম্পর্কে অবহিত হয়েছি, এবারে আমরা অন্যান্য অসীলাহ্ সম্পর্কে অবহিত হবো যেমন কোন ব্যক্তির অধিকারের অথবা কোন ব্যক্তির মর্যাদার অসীলাহ গ্রহণ বিদআতী অসীলাহ বৈ কিছু হতে পারেনা যার আল্লাহর কিতাব ওনবীর সুন্নাহ থেকে কোন নির্দেশ নেই। এমনকি কোন ছাহাবা ও তাবেঈগণ এরূপ করেছেন বলে জানাও যায়নি। এসবই (দৃষ্টান্ত ও অবস্থা) যথেষ্ট নবাবিস্কৃত অসীলাহ বাত্বিল প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে।

আর এ কারণেই অনেক গবেষক ইমাম ঐ ধরনের অসীলাহকে অস্বীকার করেছেন। এ বিষয়ে মতানৈক্যপোষণকারীর কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না।

কারণ তা দ্বীনের ভিতর নবাবিস্কৃত ও বিদআত থেকে নিষিদ্ধতা জ্ঞাপক সুন্নাহ ও কুরআনের স্পষ্ট দলীলসমূহের সাথে সংঘর্ষশীল।

www.QuranerAlo.com

অসীলাহ বিষয়ে কিছু সংশংয় ও তার নিরসন

ব্যক্তিসত্ত্বা ও মর্যাদার অসীলাহ ধারণ বৈধ জ্ঞানকারীগণ কিছু দলীল প্রমাণের আশ্রয় নিয়ে থাকেন যার অবস্থা দ্বিবিধ। হয় দলীলগুলি ছহীহ্ শুদ্ধ কিন্তু তারা এর অর্থ বিকৃত করে এবং এমন অর্থে ব্যবহার করে যার সম্ভাবনা রাখে না।

কিংবা দলীলগুলো দুর্বল ও বানোয়াট যার প্রতি নির্ভর করা যায় না। এ দু'টি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোকপাত করবো।

প্রথম বিষয়টি হচ্ছে এমন সব দলীল যেগুলিকে এমন অর্থে ব্যবহার করা হয় যার সম্ভাবনা রাখেনা।

ব্যক্তিসত্ত্বার অসীলাহ ধারণ বৈধ জ্ঞানকারীগণ দু'টি হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করে থাকেন এবং ধারণা করে থাকেন যে ওদু'টি তাদের মতের সমর্থনে রয়েছে।

প্রথম হাদীছ ঃ হাদীছটি ইমাম বুখারী (রহঃ) আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। লোকেরা

www.QuranerAlo.com

যখন অনাবৃষ্টির সম্মুখীন হতো তখন উমার (রাযিঃ) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব এর অসীলাহতে বৃষ্টি চাইতেন। তিনি বলতেন ঃ

«اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال : فيسقون» (رواه البخاري)

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ ! আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসীলা ধারণ করলে তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিয়ে থাকতে, আর এখন আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার অসীলাহ ধারণ করছি। অতএব আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে তারা বৃষ্টি প্রাপ্ত হতো।

(ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)

তারা এই হাদীছ থেকে বুঝে থাকেন যে, উমার (রাযিঃ) এর অসীলাহ ধারণ করার অর্থ আব্বাস (রাযিঃ) এর আল্লাহর নিকট সম্মান ও মর্যাদার দ্বারা অসীলাহ গ্রহণ করা।

www.QuranerAlo.com

উমার (রাযিঃ) কর্তৃক আব্বাস (রাযিঃ) এর অসীলাহ ধারণ মানে দু'আয় শুধু তার নাম উল্লেখ করা এবং তাঁর বরাতে আল্লাহর নিকট বৃষ্টি তলব করা।

সমগ্র ছহাবাহ এ আচরণকে সমর্থন করেছিলেন। অতএব দাবীর সপক্ষে এ হাদীছটি প্রমাণ বহন করছে।

উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা পাঁচভাবে অগ্রাহ্য।

(এক) যদি ব্যক্তি সত্ত্বা ও সম্মানের অসীলাহ গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত হতো তাহলে উমার (রাযিঃ) সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর অসীলাহ ধারণ করা থেকে বিমুখ হয়ে সম্মানের দিক থেকে তাঁর চেয়ে বহু নিম্নপর্যায়ের আব্বাস (রাযিঃ) এর অসীলাহ ধারণ করার জন্য শরণাপন্ন হতেন না।

কিন্তু উমার (রাযিঃ) এমনটি এজন্য করেছেন কারণ, তিনি জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর দু'আর অসীলাহ গ্রহণ করা

www.QuranerAlo.com

শুধু তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভব ছিল। জীবদ্দশায় থাকাকালে তিনি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন ফলে আল্লাহ তার দু'আ ক্ববূল করতেন, যেমনটি পল্লীবাসী লোকটির ঘটনা থেকে জানা গেছে।

(দুই) মানুষ চরম পর্যায়ের কোন প্রয়োজনের সম্মুখীন হলে সভাবতই সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বড় ধরনের একটি মাধ্যম তালাশ করে যা তাকে সেই উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম করতে পারে। সুতরাং কিভাবে উমার (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর মৃত্যুর পর তার অসীলাহ শরীয়ত সম্মত হওয়া সত্ত্বেও পরিত্যাগ করতে পারেন। অথচ তারা ছিলেন খরা ও অনাবৃষ্টির কারণে বিপর্যস্ত অবস্থায়। যার জন্য সেই বছরটির নাম আমুর রমাদ (ছাইএর বছর) বলা হয়।

(তিন) হাদীছের শব্দ নির্দেশ করে যে, উমার (রাযিঃ) কর্তৃক আব্বাস (রাযিঃ)-এর অসীলাহ ধরা একাধিকবার ঘটেছে। আর তা আনাস (রাযিঃ)-এর উক্তি দ্বারা যে, লোকেরা যখন খরার সম্মুখীন হতো

www.QuranerAlo.com

তখন উমার (রাযিঃ) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব-এর অসীলায় বৃষ্টি চাইতেন। যদি এমনটি ঘটেও থাকে যে, উমার (রাযিঃ) উত্তম ছেড়ে অধমের শরণাপণ্ন হয়েছেন যেমনটি বিরোধীগণের ধারণা। তাহলে একবার ঘটার কথা বারংবার ঘটার কথা নয়। কিন্তু দেখা যায় প্রতিবারই আব্বাসের শরণাপন্ন হয়েছেন। একটিবারও নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর শরণাপন্ন হননি।

(চার) নিশ্চয় বিরোধীগণ আমাদের সাথে এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে তথা উমার (রাযিঃ) এর বাণী «كنا نتوسل إليك بنبينا» আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর অসীলাহ ধরতাম। অনুরূপভাবে তাঁর বাণী «نتوسل إليك بعم نبينا» আমরা তোমার নিকট আমাদের নবীর চাচার অসীলাহ্ ধারণ করছি।" এতে একটি অব্যয় উহ্য রয়েছে। বিরোধীগণ বলেন, «بجاه نبينا» «وبجاه عم نبينا» "আমাদের নবীর সম্মানের অসীলাহ এবং আমাদের নবীর চাচার সম্মানের অসীলাহ শব্দগুলি

উহ্য মেনে থাকেন।

আর আমরা بدعاء نبينا আমাদের নবীর দু'আর অসীলাহ এবং بدعاء عم نبينا আমাদের নবীর চাচার দু'আর অসীলাহ শব্দগুলি উহ্য মানি। সংযোগশীল উহ্য অব্যয়টি নির্ধারণের জন্য সুন্নাহ ও ঘটনার ভঙ্গির দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। উমার (রাযিঃ) ও ছাহহাবাগণ যেহেতু নিজেদের বাড়ীতে বসে থেকে বলেননি ونتوسل إليك بعم نبيك "আমরা তোমার নিকট তোমার নবীর চাচার অসীলাহ ধারণ করছি" বরং তাঁরা আব্বাস (রাযিঃ)-কে নিয়ে ছলাতের মাঝে বেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে যেয়ে দু'আ করার জন্য তার নিকট আবেদন করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অবস্থাটি ছিল দু'আর অবস্থা। যদি ব্যক্তিসত্ত্বা ও সম্মানের অসীলাহ ধরার অবস্থা হতো তাহলে তাদের জন্য ঘরে বসে রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর অসীলাহ ধারণ করা বেশী উপযুক্ত ছিল। কারণ উর্ধতন বন্ধুর (আল্লাহ) সান্যিধ্যে গমণের ফলে তাঁর (রাসূলের) সম্মান ও মর্যাদা পরিবর্তন হয়নি।

www.QuranerAlo.com

উমার (রাযিঃ) ও ছহাবাগণ জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছেন যা ইনতিকালের পূর্বের অবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। যখন রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন তখন তারা নবী (ছ)-এর নিকট আসতেন এবং তাঁর নিকট দু'আ তলব করতেন। কিন্তু মৃত্যুর পর বারযাখী* জীবনে অবস্থান করছেন,

* মৃতুর পর থেকে কিয়ামতের দিন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত সময়কে মৃত ব্যক্তিদের বারযাখী জীবন বলা হয়। দুনইয়ার জীবন নিঃশেষিত হওয়ার পর থেকে বারযাখী জীবনের ধারা শুরু হয়। দুনইয়াতে সকল নবী, অলী, মুশরিক যেমন সমানভাব দুনইয়ার জীবন হারিয়ে মৃত্যুবরণ করে। তেমন সকল নবী এমনকি আমদের নবী, অলী, মুশরিক, কাফির সবাই সমানভাবে মৃত্যুর পর আলামে বারযাখের জীবন লাভ করবে। যার কারণে মুমিন সম্প্রদায় সুখ ও নি'মাত প্রাপ্ত হয় এবং তা ভোগ করে আর কাফির, মুনাফিকরা শাস্তি ও অশান্তি ভোগ করে। তবে কুরঅন হাদীসে শুধু নবীগণ ও শহীদগণের জীবত থাকার কথা সরাসরি স্পষ্ট করে উল্লেখ হয়েছে শুধু তাদের সম্মান বুঝানোর জন্য।

www.QuranerAlo.com

যে জীবনের প্রকৃতি ও ধরণ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর তা দুন্ইয়াবী জীবন ও তাঁর অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

(পঞ্চম) এরূপ আমল ও আচরণ কতিপয় ছহাবাহ থেকেও প্রমাণিত। যেমন মু'আবিয়াহ কর্তৃক পরিশুদ্ধিতায় প্রসিদ্ধ তাবিঈ ইয়াযীদ বিন আসওয়া (রহঃ) এর অসীলাহ গ্রহণ করা। অনুরূপভাবে যাহ্হাক ও ইয়াযীদ বিন আসওয়াদের সাথে আচরণ করেছিলেন।

সাধারণ মু'মিন জীবিত থাকা বুঝানো হয়েছে অসরাসরিভাবে কবরে, জান্নাতের আবহাওয়া ও পরিবেশ লাভ করে শান্তি ও আনন্দ ভোগ করার সংবাদ দানের মাধ্যমে। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের জীবিত থাকা বুঝানো হয়েছে কবরে জাহান্নামের আবহাওয়া ও পরিবেশ লাভ করে শাস্তি ও অশান্তি ভোগ করার সংবাদ দানের মাধ্যমে। এর পরও তাদের জীবিত থাকার সরাসরি ভাবে কুরআন হাদীছে স্বীকৃতি হয়নি আল্লাহর নিকট তাদের অসম্মানিত হওয়ার কারণে।

কারণ কাফির মুশরিকরা যখন দুনিয়াতে জীবিত ছিল তখনই তাদেরকে আল্লাহ মৃত বলে উল্লেখ করেছেন। তাহলে মৃত্যুর পর কি করে তাদেরকে জীবিত করবেন?

www.QuranerAlo.com

এসব আচরণ প্রমাণ করে যে, নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিরোধানের পর ছাহাবাগণ তাঁকে অসীলাহ হিসাবে ধারণ করেননি। বরং তারা দু'আ করতে সক্ষম জীবিত সৎ ব্যক্তিকে তালাশ করতেন এবং তাঁর নিকট আল্লাহর দরবারে দু'আ করার জন্য আবেদন করতেন। যদি ব্যক্তি সত্ত্বা ও মর্যাদা অসীলাহ গ্রহণ করা, শরীয়ত সম্মত হতো তবে ছাহাবাগণ এ ধরনের অসীলাহ ধারণে সবার চেয়ে অগ্রগামী হতেন। কারণ তাঁরা ক্ষুদ্রবৃহৎ সর্বক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর অনুসরণে আগ্রহী ছিলেন। আর এমনটির যদি অস্তিত্ব তদানিন্তনকালে থাকতো তাহলে অবশ্যই তারা তা আমাদের জন্য সংকলন করতেন।

আল্লাহ বলেন– أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها» (الأنعام : ١٢٢)

অর্থ ঃ "কি যে ব্যক্তি মৃত (কাফির) ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত (হিদায়াত দান) করেছি এবং তার জন্য নূর সৃষ্টি করেছি যার মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে বিচরণ করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে, বের হতে পারছে না।" (সূরাহ আনআম, আয়াত–১২২) –অনুবাদক

www.QuranerAlo.com

দ্বিতীয় হাদীছ ঃ অন্ধ বক্তির হাদীছ

ما رواه أحمد وغيرهما عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصرأتى النبي فقال : ادع الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك فقال : ادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفِّعه فيَّ وشفِّعني فيه قال : ففعل الرجل فبرأ»

(أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجة)

অর্থ ঃ হাদীসটি আহমদ, তিরমিযী ও অপরাপরগণ উছমান বিন হানীফ থেকে বর্ণনা করেছেন, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট এসে বলল, আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে সুস্থ করে দেন।

www.QuranerAlo.com

নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি তুমি চাও তবে তোমার জন্য দু'আ করবো এবং ইচ্ছা করলে ধৈর্য ধারণ করতে পারো, আর এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর। অন্ধটি বলল, বরং আপনি তাঁর নিকট আমার জন্য দু'আ করুন। নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সুন্দরভাবে ওযু করতঃ দু' রাকা'আত নফল ছলাত সম্পাদন করে এ দু'আটি পাঠ করতে বললেন, হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট চাই, এবং তোমার নবী তথা রহমতের নবীর অসীলাহতে তোমার শরণাপণ্ন হচ্ছি। হে মুহাম্মদ আমার প্রয়োজন মিটাতে আপনার অসীলাহ ধরে আল্লাহর শরণাপণ্ন হলাম সুতরাং আমার প্রয়োজন মিটান হবে। হে আল্লাহ আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবূল কর এবং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবূল কর। অন্ধ লোকটি এরূপ করলে সুস্থ হয়ে যায়। (হাদীছটি তিরমিযী, আহমদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন)

ব্যক্তিসত্ত্বা ও নবী ওলীদের মান মর্যাদার অসীলাহ ধারণ বৈধ জ্ঞানকারীগণ এ হাদীসটিকে তাদের

www.QuranerAlo.com

স্বপক্ষের দলীল হিসাবে মনে করে। যেহেতু অন্ধ ব্যক্তি এ ধরনের অসীলাহ ধারণ করে চক্ষু ফেরত পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের দলীল গ্রহণ ঠিক নয়। বরং এ ধরনের অসীলাহ শরীয়তসম্মত অসীলাহর প্রকারসমূহের তৃতীয় প্রকার। আর তা হচ্ছে সৎ ব্যক্তির দু'আর অসীলাহ। তা ছাড়া উক্ত হাদীছের মাধ্যমে তাদের দলীল গ্রহণ করা প্রসঙ্গ নিম্নরূপ ভাষায় পর্যালোচনা করা সম্ভব।

প্রথমতঃ অন্ধ ব্যক্তি তো নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট এসেছিল তার নিকট দু'আ তলবের জন্য। আর তা তার এই বাণী থেকে সুস্পষ্ট «ادع الله أن يعافيني» "আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আমাকে সুস্থতা দান করেন। তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'আর অসীলাহ গ্রহণ করেছিল। কারণ সে জানতো যে, আল্লাহর নিকট তাঁর দু'আ গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে অন্যের দু'আ অপেক্ষা অধিক আশ্বস্তপূর্ণ। কারণ যদি সে ব্যক্তির উদ্দেশ্য তার ব্যক্তিসত্ত্বা বা মান-মর্যাদার অসীলাহ

www.QuranerAlo.com

গ্রহণ করা হতো তাহলে তার পক্ষে বাড়ীতে বসে বসে এ অসীলাহ্ ধারণ করা বেশী উত্তম হতো। কিন্তু সে ব্যক্তি সশরীরে নবীর নিকট এসে তার নিকট দু'আ তলব করেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উত্তম পন্থা গ্রহণের উপদেশ দানের পর তার জন্য দু'আ করার অ'দাহ দিয়েছিলেন। তাঁর বাণী

«إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك»

অর্থ ঃ "যদি তুমি চাও তবে তোমার জন্য দু'আ করবো এবং ইচ্ছা করলে ধৈর্য ধারণ করতে পারো। আর এটাই তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।"

তৃতীয়ত ঃ অন্ধ ব্যক্তির দু'আর ব্যাপারে পিড়াপীড়ি করা। সে বলেছিল, «بل ادعه» "বরং আপনি তার নিকট দু'আই করুন।"

একথার দাবী এটাই যে, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দু'আ করেছিলেন, কারণ তিনি অ'দাহ পূরণকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।

www.QuranerAlo.com

অতএব যেহেতু তার ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে দু'আর অ'দাহ করেছিলেন, কাজেই দু'আ অসীলাহ ধরাই সঙ্গতিপূর্ণ যেমন ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

চতুর্থতঃ নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পন্থার প্রতি দিক নির্দেশা দিয়েছিলেন। আর তা হচ্ছে সৎকর্ম ও দু'আর সমন্বয় সাধন করা। তাকে ওযূ করে ছলাত সম্পাদনোত্তর দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

পঞ্চমতঃ রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দু'আটি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাতে এ কথাও বলতে শিখিয়েছিলেন «اللهم فشفِّعه فيَّ» এমন শব্দকে নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যক্তি সত্ত্বা বা তার মান মর্যাদার বা তার অধিকারের দোহাই-এ ব্যবহার করা অসম্ভব। কারণ বাক্যটির অর্থ "হে আল্লাহ আমার ব্যাপারে তুমি তার সুপারিশ কবূল কর। অর্থাৎ আমার চক্ষু ফেরত দেয়ার ব্যাপারে তার দু'আ কবূল কর। শাফাআত (সুপারিশ) এর আভিধানিক অর্থ দু'আ বা প্রার্থনা।

www.QuranerAlo.com

ষষ্ঠতঃ রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দু'আটি অন্ধ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাতে এটা বলতেও শিখিয়েছিলেন, «وشفِّعني فيه» "তাঁর ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবূল কর।" অর্থাৎ আমার চক্ষু ফেরত দেয়ার ব্যাপারে তার দু'আ কবূল করার জন্য আমার সুপারিশ কবূল কর। উপরোক্ত বাক্য থেকে উল্লেখিত অর্থ ছাড়া আর কোন অর্থ হতে পারেনা।

এ কারণেই বিরোধী ভাইগণ এ বাক্যটি থেকে এড়িয়ে যেয়ে থাকেন। তাদের কিতাবে উল্লেখ করেন না। কেননা তারা জানেন যে, এটি তাদের গৃহীত মতকে ভেঙ্গে ফেলবে।

সপ্তমতঃ এ হাদীছটি উলামাগণ নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু'জিযাহ গৃহীত দু'আর এবং তার দু'আর বদৌলতে যে সকল অলৌকিক বিষয় ও রোগ নিরাময় হওয়া প্রকাশিত হয়েছে তার ভিতর গণ্য করেছেন। নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্ধ ব্যক্তিটির জন্য দু'আ করার ফলে আল্লাহ তার চক্ষু ফেরত দিয়েছিলেন। গ্রন্থরচনাকারীগণ এ

www.QuranerAlo.com

হাদীছটিকে নবুওত প্রমাণকারী প্রমাণাদির ভিতর উল্লেখ করেছেন। যেমন বায়হাকী ও অপরাপরগণ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্ধ ব্যক্তিটি আরোগ্য লাভ করার অর্ন্তর্নিহিত কারণ ও ভেদ হলো নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দু'আ। একথার সমর্থন এভাবেও পাওয়া যায় যে, যদি নবীর দু'আ ব্যতিরেকে শুধু অন্ধ ব্যক্তিটির দু'আই আরোগ্যের ভেদ হতো তাহলে অন্ধদের যে কেউ আল্লাহর জন্য খাঁটি চিত্তে তার প্রতি ধাবমান অবস্থায় দু'আ করতো সেই আরোগ্যপ্রাপ্ত হতো, বরং কমপক্ষে তাদের একজন হলেও আরোগ্য প্রাপ্ত হতো। অথচ এমনটি ঘটার প্রমাণ নেই। সম্ভবত ভবিষ্যতেও এমনটি ঘটবেনা। বিবাধীগণের অন্ধব্যক্তির হাদীছদ্বারা দলীল গ্রহণের বিষয়টি পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতিভাত হলো যে, হাদীছে বর্ণিত অবস্থানটি আদ্যপান্ত দুআ ও সৎকর্মের অবস্থান। যা একজন দুআ' কারী কায়েম করে থাকে। তদুপরী বিষয়টি হচ্ছে নবুওত প্রমাণকারী দলীলাদীর একটি দলীল যেমনটি ইতিপূর্বে ব্যক্ত করা হয়েছে।

www.QuranerAlo.com

দ্বিতীয় সংশয়

বিরোধীগণ ব্যক্তি সত্ত্বার অসীলাহ গ্রহণ করার বৈধতার স্বপক্ষে বেশ কিছু দুর্বল (অশুদ্ধ) ও বানোয়াট বা জাল হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকেন। দলীল গুলির অগ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে তার দূর্বল ও জাল হওয়াই যথেষ্ট। অচিরেই আমরা সে সকল হাদীছের কিছু অংশ আলোচনা করবো সংক্ষিপ্তভাবে তার দুর্বল হওয়ার কারণ উল্লেখ পূর্বক।

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : اللهم إني أسئلك بحق السائلين عليك» (ضعيف جدا رواه أحمد وابن ماجه)

(১) আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) এর বর্ণিত হাদীছ– "হে আল্লাহ তোমার প্রতি প্রার্থনাকারীদের অধিকারের অসীলায় তোমার নিকট প্রার্থনা করছি"। (হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ ও ইবনু মাজাহ)

এ হাদীছটি অশুদ্ধ কারণ, এটি আত্বিয়াহ্ আউফী থেকে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত।

www.QuranerAlo.com

আত্বিয়াহ দূর্বল। এটা বলেছেন নববী তার আযকার গ্রন্থে। ইব্নু তাইমিয়াহ তার "আল ক্বাইদাতুল জালীলাহ্" গ্রন্থে, যাহাবী তার মীযান গ্রন্থে বরং তিনি যুআ' ফা' গ্রন্থে সকলের ঐক্যমতে দূর্বল বলেছেন।

হায়ছামী মাজ্মাউয্ যাওয়ায়েদ গ্রন্থের একাধিক স্থলে তাকে দূর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ما أخرج الحاكم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرفوعا : لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال : يا آدم كيف عرفت محمدا و لم أخلقه ؟ قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت فيَّ من روحك رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش مكتوبا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك» (موضوع، رواه الحاكم في المستدرك)

www.QuranerAlo.com

২। "হাদীছটি হাকিম উদ্বৃত করেছেন। উমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন আদম আঃ ভুলে পতিত হলেন, তখন বললেন হে আল্লাহ আমি মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অধিকারের অছীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যাতে আমাকে ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ বললেন, হে আদম! কি করে তুমি মুহাম্মাদকে চিনলে অথচ আমি এখনো তাকে সৃষ্টিই করিনি। আদম (আঃ) বললেন হে আমার প্রতিপালক আপনি যখন সহস্তে আমাকে সৃষ্টি করলেন এবং আমার ভিতর আপনার পক্ষ থেকে রূহ প্রদান করলেন তখন আমি মাথা উত্তোলন করে আরশের স্তম্ভগুলিতে লিখিত দেখলাম "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। তাতে আমি বুঝেছিলাম যে, আপনার নামের সাথে যাকে সংযুক্ত করেছেন নিশ্চয়

তিনি আপনার নিকট সৃষ্টির ভিতর সবচেয়ে প্রিয়তর। আল্লাহ বললেন, যাও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য না থাকলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না। হাদীছটি হাকিম তার মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি জাল বানোয়াট, যেমনটি যাহাবী হাকিমের দিমত পোষণ করে পর্যালোচনায় বলেছেন "বরং বানোয়াট"। হাদীছটির বর্ণনা সূত্রে আব্দুর রাহমান অতি হীন, এবং আব্দুল্লাহ বিন আসলাম আল-ফিহ্‌রীকে জানি না, সে কে? আরো রয়েছে এর সূত্রে আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন রশীদ। তার সম্পর্কে হাফিয ইব্‌নু হাজার বলেছেন ইবনু হিব্বান তাকে হাদীছ জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লাইছু ও মালিক এর বরাত দিয়ে হাদীছ জাল করতেন। আরো রয়েছে ইবনু লাহীআহ যার হাদীছ লিখাই হালাল নয়। (পর্যালোচনাটি দেখুন লিসানুল মীযান- ৩/৩৬০)।

(৩) তাদের কথিত হাদীছ; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم»

অর্থ ঃ "তোমরা আমার সম্মানের অসীলাহ ধারণ কর। কারণ আমার সম্মান আল্লাহর নিকট বিরাট বিষয়। এ হাদীছটি বানোয়াট, হাদীছের কোন গ্রন্থে এর কোন ভিত্তি নেই, এটা কবর পুজারী ও বিদআতীদের লিখিত বিভিন্ন পুস্তকাদিতে পাওয়া যায়।*এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মান-মর্যাদা সুমহান, বরং তিনি সমস্ত সৃষ্টি কুলের ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যেমন তিনি নিজেও বলেছেন–

---

* আরো পাওয়া যাবে জাল হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থে। আর জাল হাদীছের গ্রন্থ অনেক। এ যাবৎ আমার অনুসন্ধানে প্রায় ৩০ খানা কিতাবের নাম পেয়েছি। যার চার পাঁচ খানা আমার গৃহে মওজুদ রয়েছে। (অনুবাদক)

«أنا سيد ولد آدم ولا فخر» (رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد)

অর্থ ঃ "আমি আদম সন্তানের সরদার এটা অহংকারবশত নয় (বরং প্রকৃত সত্য কথা) হাদীছটি তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

এতদসত্ত্বেও তিনি আমাদের জন্য এ প্রকার অসীলাহ গ্রহণ করা বৈধ করেননি এটাই উল্লিখিত হাদীছকে বাতিল প্রমাণ করে। তারা তাদের ভ্রান্ত মতের সমর্থনে আরো বেশ কিছু জাল হাদীছের অবতারণা করে থাকে, এ বিষয়ে আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন মনে করছি। ঐ সমস্ত হাদীছে সেই বিষয় আলোচিত হয়েছে যা পূর্বের হাদীছগুলিতে আলোচিত হয়েছে। অতএব, স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ব্যক্তি সত্ত্বার অসীলাহ গ্রহণ করার ব্যাপারে একটিও নির্ভরযোগ্য হাদীছ নেই।

সমাপ্ত

REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY
BANGLADESH OFFICE

جمعية إحياء التراث الإسلامي
مكتب بنغلاديش

معنى التوسل وحكمه

(مختار من مذكرة في العقيدة)

تأليف : الدكتور صالح بن سعد السحيمي
أستاذ مساعد، بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ترجمة : أكرم الزمان بن عبد السلام
مراجعة : أبو رشاد أجمل بن عبد النور

طبع على نفقة
جمعية إحياء التراث الإسلامي
مكتب بنغلاديش